ফুলকুমারী

পিনাকী ভট্টাচার্য

তর্জমা

হাসান রোবায়েত

ঐতিহ্য

এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এভরিম এবং সেজ ওয়াটার্সসহ আরো অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি স্থানীয় দল গড়ে তুললেন— এবং এরপর, আমরা কোনো কিছু জানার আগেই একটি মেইল পেলাম: Dhaka Institute for Critical Thinking-এর আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে! এই ইনস্টিটিউট সত্যিই রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিনের ছায়া-দেওয়া কৃষ্ণচূড়া গাছের মতো এত খুবসুরত হয়ে ঝলমল করবে কি না— তা কেবল সময়ই বলে দেবে। তবে আমরা তার শিকড়ে পানি ঢালার দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন করব।

ডেভিড সেলিম সেয়ার্স
প্যারিস, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪

ভূমিকা

এই উপন্যাস লেখা হয়েছিল কোভিড-১৯ মহামারির সময়, যখন বাংলাদেশে চলছিল এক ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসন। ২০২৪ সালের আগস্টে, বইটি ছাপার মুখে থাকতেই বাংলাদেশের ছাত্রজনতা ও সাধারণ সিপাহিরা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট রেজিমের পতন ঘটায়। এই বিপ্লব নিয়ে এসেছে আশা ও অনিশ্চয়তার এক রূঢ় বাস্তবতা। পুরোনো রেজিমের সমর্থকরা এখনো তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পেতে লড়াই করে যাচ্ছে আর বিপ্লবীরা নিজেরাই নতুন সরকার নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসার এখনো বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় টিকে আছেন এবং একটি অচল সংবিধান এখনো দেশের জনগণের ইচ্ছার ওপর ছায়া ফেলে রেখেছে।

আজকের বাংলাদেশ এই উপন্যাসে লেখা বাংলাদেশের মতোই আবার একদমই আলাদা। বিপ্লব মানে সবকিছু বদলে ফেলা, একদম নতুন একটা শুরু— কিন্তু বাস্তবতা হলো বিপ্লব কেবল একটা খোয়াবের দিকে আমাদের চোখ খুলে দেয়, যা হয়তো কখনো পুরোপুরি হাসিল করা যায় না। আর এটাই খোয়াবের আসল কদর— এটা আমাদের সামনে একটা উসুল ঠিক করে দেয় যার দিকে আমরা ছুটে চলি। একবার যখন আমরা ভাবি, খোয়াবকে ছুঁয়ে ফেলেছি তখনই তা আর

খোয়াব থাকে না; তখন আমরা আরো উঁচুতে নজর দিই। আর সেই নয়া মঞ্জিলে মকসুদের দিকে ছুটতে থাকি।

আমাদের এই বিপ্লব যখন নিজের গতিতে এগিয়ে চলছে, আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে সবুর করছি— এই বিপ্লব আমাদের জন্য নতুন কী খোয়াব নিয়ে আসে!

পিনাকী ভট্টাচার্য

প্যারিস, অক্টোবর ২০২৪

সূচি

ফুলকুমারী : একটি পিআইসিটি গল্প ৭
ভূমিকা ১৫
বিসমিল্লাহ ২১

সফরের শুরু

স্টিফেনসন রোড ২৭
অর্জুন ও একরাম ৩০
বেহেশতি সবজি ৩৫
কিন্নর-মিথুন ৩৮

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

বাবলা ভাই ৪৩
চারু মামা ৪৭
ডিসেকশন রুম ৫৩
বন্ধ গেট ৫৭
স্বৈরশাসন ও মুখভরতি দাড়ি ৬৩
চিরকালের ক্রুশ ৬৭
তারা ডাক্তার ৭১

খানিক বিরতি

পাঁচফোড়ন ৭৯
বেহুলার ভাসান ৮২
পাখির জীবন ৮৬

গৃহযুদ্ধ

বড় জেঠুর তিল ৯৩
এক বাটি দুধ ৯৮
নির্মাণ হাজির মাকান ১০৫
গাধার গণিত ১১০

দধীচির অস্থি ১১৩
বাবার অমরত্বের পথে যাত্রা ১১৯
বেড়ে ওঠার যন্ত্রণা ১২৯
রামু ও ইনসানিয়াতের তালিকায় ইঁদুরের গরহাজিরি ১৩১
আস্ত ডিমের বিলাসিতা ১৩৬
সান্দ্র সিক্ষনি ১৪১
বজ্রের আগুন ও আমাদের নারকেল গাছ ১৪৭
কর্ণ ১৫০

খানিক বিরতি

খোদায়ী সৌন্দর্যের লুকানো বর্ণনা ১৫৯
'খুদি'কে চেনার মওকা ১৬৩

হাসপাতাল

না বলা বিদায় ১৬৯
ইন্দ্রের বর ১৭২
মরণরে তুঁহু মম শ্যামসমান ১৭৭
অস্তিত্ব ১৮০
কাঠের গভীরে গান ১৮৩

ফুলকুমারী, অতঃপর...

কোজাগরি রাত ১৮৯
ফিলিস্তিনের যিশু ১৯৪
অবজ্ঞাভরা তল্লাশি ২০০
আগুন জ্বলছে আগুন ২০৫
মুসাফিরের জাত ২১২
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী ২১৮

ফেরা

খোঁড়া পাখির ওড়া ২২৫
আর না ফেরা ২২৮
আদি ও অনাদি চক্র ২৩০
শেষ অধ্যায় ২৩২

প্যারিসের ছোট এক কোণে একটা রাস্তা। সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরোনো বাড়ি। বাড়িটার ভেতর ঢুকলে দেখা যাবে একপাশে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলে একটা ছোট্ট ঘর। ঘরের মাঝখানে রাখা একটা টেবিল। টেবিলের ওপর বিছানো নরম এক গালিচা। গালিচার ওপর বসানো একটা খাঁচা, আর সেই খাঁচার মধ্যে একটা পাখির বাসা। বাসার ভেতর একটা ডিম। আর সেই ডিমের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে একটা পাখি।

হঠাৎ একদিন, পাখিটা ডিম ভেঙে বেরিয়ে এলো এবং সেই ছোট্ট ডিমটা উলটে দিলো। ডিমের সঙ্গে সঙ্গে উলটে গেল বাসা। বাসা উলটে পড়ল খাঁচার ভেতর। খাঁচাটা কাত হয়ে পড়ে গেল গালিচার ওপর। গালিচা লুটিয়ে পড়ল টেবিল থেকে। টেবিল ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল পুরো ঘর। ঘরের ভারে কেঁপে উঠল সিঁড়ি আর সিঁড়ির কাঁপুনিতে দুলে উঠল পুরো বাড়িটা। বাড়ির নড়াচড়ায় কেঁপে ওঠে সেই রাস্তা। আর সেই রাস্তার কম্পনে যেন এক বিস্ময়ের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল গোটা প্যারিস শহর জুড়ে।

–পল এলুয়ার

ফুলকুমারী : একটি পিআইসিটি গল্প

পিনাকী প্রথম আমাদের কাছে এসেছিলেন কোভিডের আগেই। ২০১৯ সালের শেষ দিকে তিনি 'Forgiveness : To Clarify the Concept' নামের একটা কোর্সে ভর্তি হন। প্যারিস ইনস্টিটিউট ফর ক্রিটিকাল থিংকিং (PICT)-এ পড়ানোর কথা ছিল দার্শনিক এবং PICT-র প্রতিষ্ঠাতা এভরিম এমির-সায়ার্সের বন্ধু ভিক্তরাস বাখমেতইয়েভাস-এর। কিন্তু কোর্সটা শুরু হওয়ার আগেই শুরু হলো কোভিড এবং যখন বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের তত্ত্ব ও চর্চা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না করেই অনলাইন শিক্ষার নামে এক ধরনের গ্লানিকর প্রতিযোগিতা শুরু করল তখন PICT সিদ্ধান্ত নেয় কোর্স প্রোগ্রাম পুরোপুরি বন্ধ রাখবে যতক্ষণ না আবার সামনাসামনি ক্লাস চালু করা সম্ভব হয়।

এভাবে প্রায় দুই বছর ধরে পিনাকী আমাদের কাছে কেবলই একটা নাম হয়ে থাকেন— কিন্তু ছিলেন। তিনি কোর্স থেকে নাম সরিয়ে নেননি বা কোর্স কখন শুরু হবে তা নিয়েও কখনো দিশাহারা হননি। আমরা জানতাম না তিনি কে বা কেমন আছেন মহামারির

সময়ে। মাঝেমধ্যে আমাদের মনে হতো তিনি হয়তো অসাধারণ সবুরকারী অথবা আমাদেরকে ভুলে গেছেন! কিন্তু যেভাবেই হোক, কোভিডের এই খাঁখাঁ শূন্যতার মধ্যে যখন আমরা ওপেন-অ্যাক্সেস পডকাস্ট আর পাবলিকেশনের মাধ্যমে পাঠকদের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করছি তখন নামের সেই তালিকায় পিনাকীর হাজির থাকা আমাদের একরকম আশ্বাস দিত যে, সামনে আরেকটা কিনারা আছে—যেখানে পৌঁছানো সম্ভব।

অবশেষে লকডাউন উঠল। PICT আবার তার ইন-পার্সন প্রোগ্রাম চালু করল এবং ভিক্তরাস এলেন প্যারিসে কোর্স পড়াতে। সদ্য ভর্তি হয়েছেন এমন ভঙ্গিতে ক্লাসের প্রথম দিনেই পিনাকী হাজির। তখন আমরা জানলাম তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এবং এই সেমিনারকে দেখছেন নিজের ওপর চালানো নিপীড়নের সঙ্গে বোঝাপড়ার এক ধরনের ব্যক্তিগত কোশেশ হিসেবে। কোর্সটা শেষ হলেও PICT-তে পিনাকীর যাত্রা কেবল শুরুই হলো বলা যায়। তিনি আরো অনেক কোর্সে অংশ নেন— যদিও কখনো কখনো মনে হতো, তার মনটা যেন মোবাইল ফোনেই বেশি ব্যস্ত (সেই সময় আমরা জানতাম না, তিনি অনলাইনে কতটা সক্রিয় এবং শক্তিশালী একজন কণ্ঠস্বর)।

এসব কোর্সের একটিতে আমি জানতে পারি, পিনাকী মহামারির সময় কীভাবে দিন কাটিয়েছেন। 'Writing Is Rewriting' নামের একদিনের একটি কর্মশালায় আমি অংশগ্রহণকারীদের বলেছিলাম, কিছু আগের লেখা নিয়ে আসতে। পিনাকী নিয়ে এলেন লকডাউনে লেখা ছোট ছোট গল্পের একটি সংকলন— যেগুলো সাহিত্যের বাঁধাধরা কোনো ছাঁচে লেখা না, প্যারিসে কোভিড চলাকালীন একা থাকার সময়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে দেখা পাওয়া একটি ইঁদুরকে ঘিরে। সেই ইঁদুরের নাম— ফুলকুমারী।

এই লেখাগুলোতে ছিল শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা স্মৃতি, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক ভাবনা, ঐতিহাসিক আর পুরাণভিত্তিক বিস্তার— আর এই সবকিছুই এক জায়গায় জোড়া দিয়েছে পিনাকীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর অবশ্যই সেই ইঁদুর, হ্যাঁ ফুলকুমারী।

তারপর অনেকদিন আর ফুলকুমারীর কথা শোনা হয়নি। একদিন মেঘলা আবহাওয়ায়, এভরিম ও আমি প্যারিস শহরের একপ্রান্তে PICT-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা মারিয়া মাতালায়েভের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ফিরতি পথে শেইন নদীর ধারে হাঁটার সময় হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে দূরে একটা চেনা অবয়ব দেখি— পিনাকী! তখন আমরা তার অফিসের কাছাকাছিই ছিলাম। তিনি বের হয়েছিলেন একটু হাঁটাহাঁটি করতে। আমাদের কফির দাওয়াত দিলেন এবং সেই আড্ডা আবারও ফুলকুমারীর স্মৃতিকে উসকে দিলো। বাড়ি ফিরে আমি তাকে চিঠি লিখলাম— বললাম, আমি তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আশাবাদী এবং একসঙ্গে বসে এটাকে আরো নিখুঁত করে তোলার কাজ শুরু করতে চাই। এভাবেই শুরু হলো আমার এবং পিনাকীর 'ফুলকুমারী' সম্পাদনার সফর।

প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার আমরা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসতাম। এটা ছিল আমাদের দুজনের জন্যই এক নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ। পিনাকী বাংলা ভাষায় কুড়িটারও বেশি বই লিখেছেন, কিন্তু মানবাধিকার বিষয়ে একটি রিপোর্ট ছাড়া ইংরেজিতে এটাই ছিল তার প্রথম কাজ এবং এমন ফিকশনধর্মী লেখা আগে কখনোই লেখেননি। আমি আগে কখনো এমন লেখকের সঙ্গে কাজ করিনি যার নিজস্ব স্বরে বলা গল্পগুলো সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। আমাকে ভাবতে হতো বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে— যেমন, তার ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক

রেফারেন্সগুলো সাধারণ ইংরেজি ভাষাভাষীদের কতটা বোধগম্য হবে। আবার ভাষাশৈলীর দিকেও নজর দিতে হতো, যাতে ইংরেজি ভাষাটাকে পিনাকী নিজের স্বরের অনুগত করে গড়ে তুলতে পারেন।

আমি খুব আনন্দিত ছিলাম যে এই চিন্তাগুলো আমাদের অন্যান্য প্রজেক্টগুলোর সাথে কী দারুণভাবে মিলে যাচ্ছে। বিশেষ করে যেগুলো আমি এভরিম এমির-সায়ার্সের সাথে করছিলাম। পিনাকীর কাজ শুধু আমাকে বাংলার ইতিহাসের বৈশ্বিক গুরুত্ব, এর বেশুমার ভোগান্তি ও অর্জন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানায় না— যা আজকের মানুষ বয়ে বেড়াচ্ছে; বরং আমাকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চিন্তার সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয়। এটা আমাকে এমন এক ভাষা দিলো যা শুধু উপনিবেশবিরোধী নয়; বরং পশ্চিমা সভ্যতাকে ভেতর থেকে ভালো করে বুঝে নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখার হিম্মত জোগায়। যেমনটা গ্রেবার আর ওয়েংগ্রো বলেছিলেন 'আদিবাসী সমালোচনা' ঠিক সেই রকম। এই নজর দিয়ে দেখা মানে এমন সব কথা তোলা, এমন বয়ানকে প্রশ্ন করা, যেগুলো পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষেরা প্রায় পাকপবিত্র বলেই ধরে নেয়— যেন সেগুলো নিয়ে জবান খোলা মানেই একটা ট্যাবু ভাঙা; যেমন— আমরা কজন ইউরোপীয়কে বলতে শুনি যে, যদি না ফ্যাসিবাদ হতো, ঔপনিবেশিকতা হয়তো আজও টিকে থাকত? বা কজনকে বলতে শুনি যে, যিশু ছিলেন এক ফিলিস্তিনি?

যেখানে আমি অটোমান সাহিত্য থেকে এমন এক ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বয়ান পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিলাম আমার সাম্প্রতিক বই 'Gender in Ottoman Constantinople'-এ, সেখানে পিনাকী প্রথম ব্যক্তি যে ঔপনিবেশকের ভাষায় সেই বয়ান হাজির করছিলেন— এই দ্বিতীয় দিকটি বিশেষভাবে মিলে যাচ্ছিল এভরিম আর আমার গুন বেনদারলির 'A Cuisine of Exile' বইয়ের জন্য

লেখা একাডেমিক ভূমিকার সঙ্গে। সেখানে আমরা যুক্তি দিয়েছিলাম যে ইংরেজি এখন 'উন্মুক্ত'— যেহেতু এটি আমাদের সময়ের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, তাই এটি আর কোনো 'নেটিভ স্পিকার' নামক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পদ বা অস্ত্র হতে পারে না। বরং এটি এমন একটি ভাষা হয়ে উঠতে হবে যা থেকে কেবল অনুবাদ হয় না; বরং এর ভেতরেও অনুবাদ হয়— এবং নতুন কিছু ভাবা ও বলার বিষয়ে একদমই চিন্তা করার ও কথা বলার নয়া ভঙ্গিমা নিজের ভেতর নিয়ে আসতে পারে, যাতে করে সে তার প্রাদেশিক শেকড় ঝেড়ে ফেলে নিজেই এক সত্যিকারের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু পিনাকী আর আমি যখন আমাদের ছোট্ট দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে পাণ্ডুলিপি কাটাছেঁড়া করছিলাম তখন বাইরের পৃথিবী থেমে ছিল না এবং এমন দুটি ঘটনা ঘটে গেল, যা বইটির তকদিরের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলল। প্রথমটি ছিল প্যারিস ইনস্টিটিউট ফর ক্রিটিকাল থিংকিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—তারা 'PICT Books' নামে নিজেদের একটি অলাভজনক প্রকাশনা সংস্থা শুরু করল। খুব জলদিই বোঝা গেল, আমাদের প্রাথমিক বইগুলোর বেশিরভাগই নির্বাসন, উচ্ছেদ, সাংস্কৃতিক দখল এবং বিনিময়ের গল্প নিয়ে। ওপরের দুটি বই ছাড়া আরো কিছু বই ছিল। যেমন, এমির-সায়ার্সের 'The Veil of Depiction : Painting in Sufism and Phenomenology', জ্যাকরি জে. ফস্টারের 'The Invention of Palestine' আর গায়ে পেতেকের 'History of Turks in France'. আমার মনে হচ্ছিল পিনাকীর বইটিও এখানে খুবসুরতির সাথে মানিয়ে যায়। বলতে গেলে আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না এটা অন্য কোথাও মানাতে পারে এবং কী সৌভাগ্য, সবাই একমত হলো এবং ফুলকুমারী খুঁজে পেল তার নিজের ঘর— PICT Books।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল একটু বেশিই ঐতিহাসিক। ২০২৪ সালের গ্রীষ্মে, যখন পিনাকী ও আমি কাজের প্রায় শেষদিকে তখন বাংলাদেশে ঘটল একটি বিপ্লব— এক সত্যিকারের ইনকিলাব। এটি এমন এক রেজিমকে উপড়ে ফেলল যার সাথে পিনাকীর বইয়ে আলোচিত অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের গভীর সম্পর্ক আছে। এ সেই ফ্যাসিস্ট শাসন যা পিনাকীকে তার নিজের জমিন ছাড়তে জবরদস্তি করেছিল। শুরুতে এটি কেবল অন্য সব সমাবেশের মতো রাস্তায় সাধারণ বিক্ষোভের ওপর রাষ্ট্রের দমনপীড়নের চিত্রই মনে হচ্ছিল— যেমনটা মিডিয়া বিশ্বব্যাপী ও অনবরত আমাদের শোনায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা যার তকদির যেন চিরকাল নির্ধারিত। কিন্তু এরপর বাংলাদেশের জনগণ আমাদের এক জবরদস্ত ঘটনার সাক্ষী বানালো, আমরা জানলাম কোনো পরিণতিই পূর্বনির্ধারিত না। শুধু কথার মারপ্যাঁচে শারীরিক শক্তিকে আটকানো সম্ভব না। যেকোনো কিছুই এক লহমায় বদলে যেতে পারে। রেজিমের পতন ঘটল, সরকার পালালো, আর বিপ্লবীরা দখল নিল ক্ষমতার।

এই ঘটনায় আমার মনে পড়ে গেল ২০১৩ সালে ইস্তাম্বুলের গেজি পার্কের আন্দোলনের কথা, যা এভরিম ও আমার নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই আন্দোলনকে এভরিম গভীর আবেগে— 'অসম্ভবের সম্ভাবনা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তখন এভরিম আমাকে যা শিখিয়েছিলেন, আর এখন পিনাকী আমাদের যা মনে করিয়ে দেন— তা হলো, একটি বিপ্লবী মুহূর্তকে শুধু তার বস্তুগত কামিয়াবি দিয়ে পরখ করা যায় না; বরং তা মূল্যবান হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে খোয়াবের এক দিগন্ত খুলে দেওয়ায় আর আমাদের পায়ের নিচে নয়া পথ তৈরি করার জন্য।

তুরস্ক ও বাংলাদেশ—দুই দেশের ক্ষেত্রেই আমি গভীরভাবে নাড়া খেয়েছিলাম এটা দেখে, যে 'নতুন'-এর কথা বলা হচ্ছে তা আসলে এক পুরোনো খোয়াব। বহুসাংস্কৃতিক, বহুধর্মীয়, বহুভাষিক সহাবস্থানের আদর্শ— যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শান্তি ও সম্প্রীতির মাপকাঠি ছিল, যতক্ষণ না একে হঠাৎ (এবং আশা করা যায়, ক্ষণিকের জন্য) জাতিগত-ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিভাজনমূলক শক্তি দিয়ে বেরহমভাবে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়।

গেজি পার্কের আন্দোলনের পর এই প্রথম, আমি নিজেকে একদম অপ্রত্যাশিতভাবে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার একেবারে সামনের সারিতে খুঁজে পেলাম। পিনাকী আমাদের সম্পাদনার সময় হঠাৎ-হঠাৎ জরুরি ফোনকলে কথা বলা শুরু করলেন। বাংলাদেশে বিপ্লবের শেষ মুহূর্তের ঘটনাবলি নিয়ে নানা মহলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন তিনি। তখনই আমি সত্যি বুঝতে পারলাম ময়দানে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া মানুষের জন্য তিনি কতটা প্রভাবশালী ও মূল্যবান এক কণ্ঠস্বর। আর যখন আমি আমার চোখের সামনেই বাংলাদেশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হতে দেখছিলাম, তখন অনুভব করলাম— পিনাকীর বইতে বলা কিছু বেদনাময় গল্প কীভাবে ধীরে ধীরে নতুন তামান্নার রঙে রোশনাই হয়ে উঠছে।

এখনো, যখন আমরা ফুলকুমারীর একদম শেষ কাজটুকু করছি— যেভাবে আপনারা বইটি পরখ করতে যাচ্ছেন— কিন্তু আমি এটা বলতে পেরে খুব খুশি যে বইটির সঙ্গে PICT-এর সফর এখানেই শেষ হচ্ছে না। অনেক আগেই, পিনাকী PICT-এর মতো একটি উদ্যোগ বাংলাদেশে শুরু করার কথা তুলেছিলেন, কিন্তু সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেটা ছিল অনেক দূরের একটা খোয়াবের মতো। তারপর এলো বিপ্লব। তার কিছুদিন পরেই পিনাকী PICT-